

অষ্টম মহাবদ্বিযা মা বগলামুখী

জয় ধ্বনতি জয় জয়কারিনী শত্রুনাশিনী বগলা।

এক হস্তে এক ভরতচন্দ্র রায়, তাঁর "অন্নদামঙ্গল" কাব্যে সরল বাংলায় খুব সুন্দর করে দবী বগলামুখীর ধ্যানমন্ত্ৰটি তুলে ধরছেন-----

" ধূমাবতী দখে ভীম সভয়, হলৈ।
হইযা বগলামুখী সতী দখো দলি।।
রত্নগৃহে রত্নসংহাসনমধ্যস্থতি।
পীতবর্ণা পীতবস্ত্রাভরণ ভূষতি।।
এক হস্তে এক অসুরের জহিবা ধরি।
আর হস্তে মুদ্রগ ধরিয়া উর্দ্ধ করি।।
চন্দ্র সূর্য অনল উজ্জ্বল ত্রনয়ন।
ললটমণ্ডলে চন্দ্রখণ্ড সুশোভন।।
দখে ভিযে ভোলানাথ যান পলাইযা। "

সংস্কৃত ধ্যানটিতেও শেষেংশে আছে-----

" জহিবাগ্রমাদায়, করণে দবীং, বামনে শত্রুন পরপিডয়ন্তীম্।
গদাভঘাতনে চ দক্ষণি ন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বভিজাং নমামি। "

অর্থাৎ , বাম হস্তে জহিবাগ্র টানে ধরে শত্রুক পীড়ন করতে করতে যনি ডান হস্তদ্বারা গদার

আঘাত করছেন , সেই পীতবসনা দ্বভিজা দবীকে প্রণাম করি দবী বগলামুখী উগ্রস্বভাবা , তাঁর

সংহারমূর্তি মহিমমর্দনী দুর্গার সঙ্গে তাঁর সবদিক দিয়ে সৌসাদৃশ্য- অঙ্গবরণ , অসুরদলনী ভূমিকা , ত্রনয়ন, প্রায়শে সবটাই এক। পরমাত্মার সংহারশক্তিই হলে দবী বগলা। সুতরাং , সর্বাভীষ্টদাত্রী এই দবীকে সাধক আরাধনা করেন বাকসিদ্ধি ও শত্রুভয়মুক্তির জন্য। মহাবদ্বিযাগণের মধ্যে ঐর ভূমিকা অন্যন্যসাধারণ।

মা বগলা হলেন দশ মহাবদ্বিয়ার মধ্যে এক অভিনব দবীমূর্তি। ইনিই দবী বগলামুখী। মা বগলা তন্ত্রের বখিযাত শক্তি মূর্তি ইনি পৃথিবীতে অসাধ্য-সাধনের অধিকারী। বগলামুখীর মন্ত্ৰ জপ ও পুরশ্চরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঠকি ঠকি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে মাযের ভক্ত সর্বদিকে বজ্রি লাভ করেন। মা বগলা সন্তানকে সকলরকম জাগতিক শত্রুতা থেকে রক্ষা করেন এবং সেইসাথে সন্তানের ভিতরের পরম শত্রু ষড়, থেকেও রক্ষা করেন। সেইসাথে ব্যাধি ও গ্রহের প্রকোপ থেকেও রক্ষা মাযের এই রূপে শরণ নলি। ঠকিমত মাযের শরণ নলি মা সন্তানকে তার প্রারব্ধ অনুসারে সব দুর্যোগ কাটিয়ে সুখ শান্তি ও সৌভাগ্য দেন।

তাঁর মন্ত্ৰই আছে তাঁর রূপের ববিরণ -----

"মধ্যে সুধাব্ধমিগমিণ্ডপ রত্নবদৌ
সংহাসনোপরগিতাং পরপিীতবর্ণাং।
পীতাম্বরাভরণ মাল্য বভিষতিগ্গীং
দবীং স্মরামি ধৃতমুদ্রগ বরৈ জহিবাম্ ।।
জহিবাগ্রমাদায়, করণে দবীং

বামনে শত্রুন পরপীড়য়ন্তীম্।

গদাভঘাতনে চ দক্ষণি ন পীতাম্বরাদ্যাং দ্বভিজাং নমামি।”

অর্থাৎ , বলা হচ্ছে যে সুধাসাগরের মধ্যে মণিমণ্ডপ, তার উপর রত্নবদৌ , সেই বদৌতে রাখা সিংহাসনে দেবী বগলা আসীন রয়ছেন। তাঁর গায়ের রং হলদে। হলদে রং-এর কাপড় , সেই রং-এর অলঙ্কার ও মালায় তিনি বিভূষিত। তিনি বাম হাতে শ্যামল বর্ণবশিষ্ট শত্রু অসুরের জড়ি টেনে রেখেছেন ও অন্য হাতে গদা নিয়ে তাকে প্রহার করছেন। ইনিও তমোগুণ প্রধান। ইনি জীবের দারিদ্র দুঃখরূপ অসুরের হাত থেকে ও শত্রুর হাত থেকে জীবকে রক্ষা করেন। এই তন্ত্রোক্ত দেবীর কৃপায়, জীবের জীবনের নানা অশুভ অশান্তি দূর হয়। ঐরূপ উৎপত্তি সম্পর্কে স্বতন্ত্র তন্ত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে-সত্যযুগে পৃথিবীর বিনাশের জন্য একবার প্রচণ্ড প্রলয়ঝড়ের উদ্ভব হয়েছিল , তাতে পালনকর্তা বসিঁণু খুব উদ্বেগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়ার শরণ নেন এই বিপদ থেকে ধর্তরীকে রক্ষা করার জন্য। ত্রিপুরাম্বিকা দেবী সেই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে একটি হলুদ রং-এর হরদ সৃষ্টিকরে তার মধ্যে এক মণ্ডলবারে চতুর্দশী তথিতি বীর রাত্রির মধ্যভাগে জলকরীড়ায় নিজের রূপ সৃষ্টিকরেন - ইনি বসিঁণুতজোময়ী দেবী বগলামুখী। দেবী বগলামুখী ভগবান বসিঁণুকে দর্শন দলিনে। ভগবান বসিঁণু মা বগলার কাছে স্তম্ভন বদ্বিষা পেয়ে ঐ বশিঁব ঝড় কে স্তম্ভন করে জগত ও জগতের জীব কুলকে রক্ষা করলেন। এই দেবীর পূজা সাধারণত দেবী প্রকোপ শান্ত হয়। ইনি ভোগ ও মুক্তি দুটি প্রদান করেন।

বগলামুখী বা বগলা (দেবনাগরী: वगलामुखी) হলেন হিন্দু দশমহাবদ্বিষা দেবমণ্ডলীর অন্তর্গত অন্যতম দেবী। তিনি ভক্তের মানসিক ভ্রান্তি নাশের (অথবা শত্রু নাশের) দেবী। তাঁর অস্ত্র মুগুর। উত্তর ভারতে তিনি পীতাম্বরী নামেও পরিচিত। "বগলামুখী" শব্দটি "বগলা" (অর্থাৎ , ধরা) এবং "মুখ" শব্দদুটি থেকে উৎপন্ন। এই শব্দটির অর্থ যিনি যার মুখ কোনও কছির নয়। ত্রিপুরা নজিরে হাতে তুলে নিতে সমর্থ। অন্য একটি অর্থে , যিনি মুখ তুলে ধরছেন।

বগলামুখীর গায়ের রং সোনালি এবং তাঁর কাপড়ের রং হলুদ। তিনি হলুদ পদ্মের ভরা অমৃতের সমুদ্রের মাঝে একটি হলুদ সিংহাসনে বসে থাকেন। তাঁর মাথায় অর্ধচন্দ্র শোভা পায়। দুটি পৃথক বর্ণনার একটিতে তাঁকে দ্বিজা ও অপরটিতে তাঁকে চতুর্ভুজা বলা হয়েছে।

বগলামুখীর দ্বিজা মূর্তি পূজার প্রচলনই বেশি। এই মূর্তটিকে স্টাম্য মূর্তি ধরা হয়। এই মূর্তিতে তাঁর ডান হাতে থাকে গদা। এই গদা দিয়ে তিনি শত্রুকে প্রহার করেন। অন্যদিকে বাঁহাতে শত্রুর জড়ি টেনে ধরে থাকেন। এই মূর্তটিকে অনেক সময় "স্তম্ভন" (শত্রুকে নসিঁত্ব করছে বলে তাকে শক্তহীন করা) প্রদর্শন হিসেবে ধরা হয়। এই বর লাভের জন্য ভক্তেরা তাঁর পূজা করে থাকে। অন্যান্য মহাবদ্বিষাদেরও এই শক্তি আছে বলে ধরা হয়।

বগলামুখীকে "পীতাম্বরী দেবী" বা "ব্রহ্মাস্ত্র-রূপিণী"ও বলা হয়। তিনি একটি গুণকে বিপরীত গুণে পরিবর্তন করতে পারেন বলে হিন্দুরা বিশ্বাস করেন। যমেন , তিনি বাক্যকে নসিঁত্বতায , জ্ঞানকে অজ্ঞানে , শক্তিকে শক্তহীনতায , পরাজয়কে জয়ে পরিবর্তন করেন।

বগলামুখী দেবী সম্পর্কে একটি গল্প প্রচলিত

আছে :-----

ঐরূপ উৎপত্তি সম্পর্কে স্বতন্ত্র তন্ত্রে সংক্ষেপে বলা হয়েছে-সত্যযুগে পৃথিবীর বিনাশের জন্য একবার প্রচণ্ড প্রলয়ঝড়ের উদ্ভব হয়েছিল , এই ঝড়ে যখন সকল সৃষ্টি ধ্বংসের সম্মুখীন হয় , তখন সকল দেবতা সটোরাষ্ট্র অঞ্চলে একত্রিত হন। বসিঁণু খুব

উদ্‌বগ্নি হযে পড়েন। তিনি আদ্যাশক্তি মহামায়া'র শরণ নেন এই বপিদ থেকে ধরিত্রীকে রক্ষা করবার জন্য। ত্রপিরাম্‌বিকা দবৌ সেই তপস্‌যায, সন্তুষ্ট হযে একটি হলুদ রং-এর হরদ সৃষ্টি করে তার মধ্যে এক মণ্ডলবারে চতুরদশী তথিতি বীর রাতররি মধ্যযামে জলক্ৰীডায়, নজিরে রূপ সৃষ্টি করেন , সেই ঝড়, খামযি়ে দনে ও ধরিত্রীকে রক্ষা করেন- ইনি বষ্টিগুতজেময়ী দবৌ-বগলামুখী। ভারতের মধ্যপ্রদেশে রাজ্যের দাতযি়া অঞ্চলের পীতাম্‌বরা পীঠমে হরদিরা সরোবররে অনুরূপ একটি হরদ রযছে।

বগলামুখী তন্ত্রের বখি়াত শক্তি মূর্তি-এঁর নামেরে অর্থ ব-কারে বারুণী দবৌ, গ-কারে সিদ্ধিদায়িনী, ল-কারে পৃথিবী। ইনি পৃথিবীতে অসাধ্য-সাধনে অধিকারী। বগলামুখীর মন্ত্র জপ ও পুরশ্চরণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। ঠকি ঠকি ক্রিয়াদি সম্পন্ন হলে পবনের গতি স্তব্ধ হয়, অগ্নি শীতল হয়, গর্বতিরে গর্ব যায়, ক্ষতিপিত্তিও শংকতি হয়।

এই দবৌর প্রকাশ আমরা মা সারদার জীবনে

দখি। মা সকলকে দীক্ষা দতিনে। ভক্তদেরে কৃপা করতেন। শ্রীমা সকলকে চেননা দান করতেন। মানুষের মনে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য আছে এগুলিকে ষড়রিপু বা ছয় শত্রু বলা হয়। শ্রীমা এই শত্রুদেরে দলতি করছেন। যমেন মা বগলা শত্রু দলন করেন। শ্রীমায়েরে ভক্ত সন্তানদের মনের মধ্যে অবস্থান কারী এই শত্রুদেরে তিনি তাঁর শক্তি দ্বারা দলতি করছেন। ভক্তেরো মায়েরে সান্নিধ্যে এসে পয়েছেন অমৃত। মায়েরে এখানহে বগলামুখী রূপ প্রস্ফুটি।

জনৈকে এক ভক্তের মুখে তাঁর স্বপ্ন বৃত্তান্ত শুনতে স্বামীজী ইচ্ছা গতিতে তাঁকে বলছিলেন, “... ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক, পরে সশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমান আবির্ভূতা। ... সময়ে বুঝতে পারবি। যখন দেখতে পাবি, দেখবি উপরে মহা শান্তভাব কনিতু ভতিরে সংহারমূর্তি; সরস্বতী অতি শান্ত কনি।”

ঠাকুর মায়েরে শান্ত সরস্বতী রূপের কথা জানিয়েছিলেন। কনিতু তিনি যে সংহার মূর্তি বগলা এবং ‘জ্যান্ত দুর্গা’ - , যিনি দানব দলনী মহাশক্তি — একথা স্বামী বিবেকানন্দ গুরুভাই ও শিষ্যদের বলেন। তাঁর আশ্চর্য্য টিটি শ্রী শ্রীমায়েরে এই আশ্চর্য্য স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল।

মায়েরে এক সময় আমরা বগলা রূপ দেখি। ঘটনাটি মা স্বয়ং বলছেন এই ভাবে -----

“ হরশি এইসময় (শ্রী রামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর শ্রীমা যখন কামারপুকুরে আছেন) কামারপুকুরে এসে কিছুদিন ছিল। একদিন আমি পাশের বাড়ি থেকে আসছি। এসে বাড়ির ভেতর যাই ঢুকছি, অমনি হরশি আমার পিছু পিছু ছুটছে। হরশি তখন কষপো। পরবার পাগল করে দিয়েছিল। তখন বাড়িতে আর কেউ নেই। আমি কথায় যাই। তাড়াতাড়ি ধানের হামারের (তখন ঠাকুরের জন্মস্থানের উপর ধানের গোলা ছিল) চারদিকে ঘুরতে লাগলুম। ও আর কিছুতেই ছাড়েনা। সাতবার ঘুরে আমি আর পারলুম না। তখন... আমি নিজ মূর্তি ধরে দাঁড়ালুম। তারপর ওর বুক হাটু দিয়ে জড়ি টেনে ধরে গালে এমন চড় মারতে লাগলুম যে, ও হুঁ হুঁ করে হাঁপাতে লাগল। আমার হাতের আঙুল লাল হয়ে গছিল।” মা বগলার এক রূপ তিনি মা বগলা স্বয়ং মায়েরে মধ্যে তখন আবির্ভূতা। তিনি বগলা আবার তিনিই ষোড়শী।

বষ্টিগুয়ামল তন্ত্রে বগলামুখীর অষ্টোত্তর শতনামে দবৌকে বন্দনা করে পীতবসনা, পীতভূষনভূষিতা, পীতপুষ্পপ্রীতা, পীতহরা, পীতস্বরূপিনী। জয়রামবাটটিতে একদা জনৈকে ভক্ত সন্তানকে শ্রী শ্রী মা নজি মুখে বলেন — “ সাদা ফুল ঠাকুর ভালোবাসেন, হলুদ ফুল আমি ভালোবাসি।” হলুদ ফুলের প্রতি তাঁর প্রীতি বগলামুখী সত্যবার পরচায়ক।

বগলামুখী মহাবিদ্যা, ব- বারুণী দবৌ(অসুর দলনে উন্মত্তা), গ- সিদ্ধিদায়িনী(সর্ব

প্রকার সদ্ধি দনে) , ল- পৃথিবী(পৃথিবী যমেন সব সহ্য করনে, মা যমেন ছলেসে সব দুষ্টিামী সহ্য করে তাকে লালন পালন করে তমেনি মা বগলা তমেন সহ্য করনে) । ইঁহাই ঐনার অসীমা শক্তির কথা জানায়। এই দেবী এক হস্তে মৃদুগর ও অপর হস্তে ইনি অসুরের বা শত্রুর জহিবা টানিয়া থাকনে। দশমহাবদিয়ার মধ্যে অষ্টম মহাবদিয়া হলনে বগলা । এই দেবী সদ্ধি বদিয়া ও পীতাম্বরবদিয়া নামে প্রসদ্ধি। এই দেবী শব বাহনা, শবরে ওপর থাকনে। এই দেবীর পূজো বাংলাতে কম দেখা যায়। এই দেবীর সাথে দুর্গা , জগদ্ধাত্রী অল্প কিছুটা সাদৃশ্য আছে। এই দেবী ভয়ানক রূপ ধারিনী নন। দেবী উগ্র স্বভাব। মানতে অসুর নধিন কালে ইনি ভয়ানক মূর্ততি আসনে। পরমাত্মার সংহার শক্তি হলনে মা বগলা। সাধক গণ নানা প্রকার সদ্ধি, বাক সদ্ধি, শত্রু দমনের জন্য এই দেবীর সাধনা করনে ।

তন্ত্রসার শাস্ত্রে এই দেবীর মাহাত্ম্য বলা হয়-----

" ব্রহ্মাস্ত্রং সংপ্রবক্ষ্যামি সদ্যঃ প্রত্যয়কারম্ ।

সাধকানাং হিতার্থায় স্তম্ভনায় চ বরৈনিম্ ॥

যস্যঃ স্মরণমাত্রণে পবনোহপি স্থিরায়তে । "

ভারতের অসম রাজ্যের গুয়াহাটতি অবস্থতি কামাখ্যা মন্দির তন্ত্রবদিয়ার কেন্দ্রস্থল। এখান দশমহাবদিয়ার মন্দির আছে। এই মন্দিরের কয়েক মাইল দূরই বগলামুখী মন্দিরে অবস্থান। উত্তর ভারতের হিমাচল প্রদেশে রাজ্যের বাণখণ্ডীতে , মধ্যভারতের মধ্যপ্রদেশে রাজ্যের আগর মালব জেলার নলখদো ও দাতিয়ার পীতাম্বরা পীঠে এবং দক্ষিণ ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের তরুনলেভলে জেলার পাপানকুলাম জেলার কল্লাইদাইকুরচিতি বগলামুখীর মন্দির আছে।

এই বগলামুখীর মন্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ। সাধক দরে কাছে তা পরম সদ্ধি, হিতকর। শত্রুক স্তম্ভন কারী ব্রহ্মাস্ত্র রূপে ব্যবহৃত হয় । এই বগলা মন্ত্রের প্রভাব এত যে বায়ু কেও রুদ্ধ করা যায়। অগ্নিও শীতল হয়। গর্বতির গর্ব চূর্ণ হয়। কৃতিপিত্তিও শঙ্কতি হন । মা বগলার ধ্যান মন্ত্রে শত্রু দলনী দেবী দুর্গার স্মরণ করা হয়। মা দুর্গা , দেব শত্রু মহিষ ও তার সনোবাহনিক ধ্বংস করছেলিনে।

সাধারণত শত্রু দমনের জন্য এই বদিয়া প্রয়োগ করা হয়। কনে কদিবী শত্রু দমন করনে । কন্তু দেখা গেছে দুর্মতি তান্ত্রিক রা অর্থের লোভে অনেকে সময় অপররে সর্বনাশ করে ফলেনে। মারন , উচাটন , বশীকরণ , স্তম্ভন এগুলি করে থাকনে। জাগতিক সুখের জন্য মায়ের বদিয়া প্রয়োগ করনে। মায়ের বদিয়া কেবল শুভ কাজের জন্যই প্রয়োগ করা উচিত। যমেন ভগবান বসিণু বশি বরক্ষার জন্য করছেলিনে। অপররে সর্বনাশ করা ঘোর পাপ। যসেব তান্ত্রিক নরীহ লোকেরে সর্বনাশ করনে এই সব মন্ত্র বদিয়া দিয়ে- তাদের যে মা কভিয়ানক শাস্তি দনে, তা কল্পনার বাইরে । আর যে সব লোক টাকা পয়সা দিয়ে এই সব তান্ত্রিক দরে উৎসাহতি করনে ব্যক্তিগত আক্রোশ মটোনোর জন্য — জন্ম জন্মান্তরে তারা মায়ের কোপ থেকে নস্কৃতি পান না । শত্রু বাইরে থাকনো , শত্রু আছে নজিরে মধ্যেই । মা সারদা বলতনে- দোষ দেখবে নজিরে । আমাদের মধ্যে যে ষড় রপি আছে, যাদের নষ্পেষণে আমরা নানান পাপাচার করে থাকি এগুলো কন্তু কোন অসুর বা শত্রুর থেকে কম নয়। এরা আধ্যাত্মিক পথ বন্ধ করে নরকেরে রাস্তা পরিস্কার করে।

॥ শ্রীবগলামুখীস্তোত্রম্ ॥

□ শ্রীগণেশায় নমঃ ।

চলত্কনককুণ্ডলোল্লসতিচারুগণ্ডস্থলীং

লসত্কনকচম্পকদ্যুতমিদ্ভুবমিবাননাম্ ।

গদাহতবপিক্ষকাং কলতিলোলজহিবাঞ্চলাং

স্মরামি বগলামুখীং বম্মিখবাঙ্মনস্ স্তম্ভনীম্ ॥ ১ ॥

পীযুষোদধমিধ্যচারুবলিদ্রকৃতোত্পলে মণ্ডপে
সত্‌সংহাসনমটোলপিততিরপিং প্রতোসনাধ্যাসনীম্ ।
স্বর্ণাভাং করপীডিতারিসনাং ভরাম্‌ষদগদাং বভ্রিতীমতিথং
ধ্যায়তি য়ান্তি তস্য সহসা সদ্যোহথ সর্বাপদঃ ॥ ২ ॥

দবেতি ত্বচ্চরণাম্‌বুজার্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলীন্‌ভক্‌ত্যা
বামকরে নধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ ।
পীঠাধ্যানপরোহথ কুম্‌ভকবশাদ্বীজং স্মরতেপার্‌থবিং
তস্যামতির্মুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবতেতত্‌ক্ষণাত্ ॥ ৩ ॥

বাদী মুকতি রঙ্‌কতি ক্‌ষতিপিতরিবশৈবানরঃ শীততি ক্রোধী
শাম্যতি দুর্‌জনঃ সুজনতি ক্‌ষপির্‌নানুগঃ খঞ্জতি ।
গর্‌বী খর্ব‌তি সর্ব‌বচি চ জডতি ত্বন্‌মন্ত্রিণা যন্ত্রতিঃ
শ্রীর্‌নতিযে বগলামুখি প্রতদিনিং কল্যাণি তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

মন্ত্রস্‌তাবদলং বপিক্‌ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রং চ তে
যন্ত্রং বাদনিয়িত্রং ত্রজিগতাং জৈত্রেং চ চিত্রং চ তে ।
মাতঃ শ্রীবগলতে নাম ললতিং যস্যাস্তি জন্তোর্‌মুখে
ত্বন্‌নামগ্রহণে সংসদি মুখে স্তম্‌ভো ভবদেবাদনিম্ ॥ ৫ ॥

দুষ্টস্‌তম্‌ভনমুগ্রবঘ্নিনশমনং দারদির্‌যবদির্‌বণং
ভূত্‌সনদমনং চলন্‌মৃগদৃশাং চতেঃসমাকর্‌ষণম্ ।
সটোভাগ্যকৈনকিতেনং সমদৃশঃ কারুণ্যপূর্ণক্‌ষণম্
মৃত্যোর্‌মারণমাবিস্তু পুরতো মাতস্‌ত্বদীয়ং বপুঃ ॥ ৬ ॥

মাত্রভঙ্‌জয় মদ্বপিক্‌ষবদনং জহিবাং চ সঙ্‌কীলয়
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় দৈত্‌যদবেধিণামুগ্রাং গতং স্তম্‌ভয় ।
শত্রুং‌শ্চূর্ণয় দবেতি তীক্‌্ষণগদয়া গটোরাঙ্‌গি পীতাম্‌ব্রৈ
বঘ্নিতোঘং বগলে হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণক্‌ষণে ॥ ৭ ॥

মাত্রভরৈবি ভদ্রকালি বজিয়ে বারাহি বশ্‌বাস্রয়ে
শ্রীবদ্যে সময়ে মহশে বগলে কামশে বাময়ে রমে ।
মাতঙ্‌গি ত্রপিরে পরাত্পরতরে স্বর্‌গাপবর্‌গপ্রদে
দাসোহহং শরণাগতঃ করুণয়া বশ্‌বশ্‌বরি ত্রাহি মাম্ ॥ ৮ ॥

সংরম্‌ভে চটোরসঙ্‌ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমিধ্যৈ
বদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপতিনুপতটৌ দবি্যকালে নশিয়াম্ ।
বশ্যে বা স্তম্‌ভনে বা রপিবধসময়ে নর্‌জনে বা বনে বা
গচ্‌ছং‌স্তিষ্ঠং‌স্ত্রিকালং যদপি পঠতি শবিং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ ॥ ৯ ॥

ত্বং বদ্যি পরমা ত্রলোকজননী বঘ্নিতোঘসঙ্‌ঘদেনী
য়োষিত্‌কর্‌ষণকারিণী জনমনঃসম্মোহসন্দায়িনী ।
স্তম্‌ভোত্‌সারণকারিণী পশুমনঃসম্মোহসন্দায়িনী
জহিবাকীলনভরৈবী বজিয়তে ব্রহ্মাদমিন্ত্রো যথা ॥ ১০ ॥

বদ্যি লক্‌্ষ্মীর্‌নতিযসটোভাগ্যমায়ুঃ পুত্রৈঃ পটৌত্রৈঃ সর্ব‌সাম্রাজ্যসদ্‌ধিঃ ।
মানো ভোগো বশ্যমারোগ্যসটোখ্যং প্রাপ্তং তত্‌তদ্‌ভূতলহেস্মিন্‌রনে ॥ ১১ ॥

ত্বত্‌কৃতে জপসন্‌নাহং গদতিং পরমশ্‌বরি ।
দুষ্টানাং নগ্রহাখ্য তদ্‌গৃহাণ নমোহস্তু তে ॥ ১২ ॥
পীতাম্‌বরাং চ দ্বভিজাং ত্রনিত্রাং গাত্রকোমলাম্ ।

শলিামুদগরহস্তাং চ স্মরতে তাং বগলামুখীম্ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রমতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু বশিরুতম্ ।

গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দয়েৎ যস্য কস্যচিৎ ॥ ১৪ ॥

নতিং স্তোত্রমদিং পবিত্রমহি যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাদ্ধৃত্বা
য়ন্ত্রমদিং তথৈব স্মরতে বাহটৌ করে বা গলে ।

রাজানোহপ্যরয়ো মদান্ধকরণিঃ সৰ্পা মৃগেন্দ্রাদকিস্তে

বটৈ যান্তি বিমোহিতা রপিগণা লক্ষ্মীঃ স্থরি সদ্ধিঃ ॥ ১৫ ॥

॥ ইতি শ্রীরুদ্রায়ামলে তন্ত্রে শ্রীবগলামুখীস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥

॥ অপরাধক্షমাপণস্তোত্রম্ ॥

ওঁ অপরাধশতং কৃৎবা জগদম্ভতে চিচ্চরতে ।

য়াং গতং সমবাপ্নোতিনি তাং ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ ॥ ১ ॥

সাপরাধোহস্মি শরণং প্রাপ্তস্ত্বাং জগদম্ভকি ।

ইদানীমনুকম্প্যোহং যথেষ্টসি তথা করু ॥ ২ ॥

অজ্ঞানাদবিস্মৃতের্ভ্রোনত্যা যন্ময়নমধিকং কৃতম্ ।

তত্সর্বং ক্షম্যতাং দেবি প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ৩ ॥

কামেশ্বরজিগন্মাতঃ সচ্চাদিনন্দবগ্নিহে ।

গৃহাণার্চামমি প্রীত্যা প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ৪ ॥

সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগত্ ।

অতোহং বশিব্রূপাং ত্বাং নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫ ॥

য়দক্షরং পরিত্রিষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবতে ।

পূর্ণং ভবতু তত্সর্বং ত্বত্প্রসাদান্মহেশ্বরি ॥ ৬ ॥

য়দত্র পাঠে জগদম্ভকি ময়া

বসির্গবন্দ্বেক্షরহীনমীরতিম্ ।

তদস্তু সম্পূর্ণতমং প্রসাদতঃ

সঙ্কল্পসদ্ধিশ্চিদৈব জায়তাম্ ॥ ৭ ॥

য়ন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুবতিয়পদপদবন্দ্ববর্ণাদহীনং

ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতবিশাৎ ব্যক্ততমব্যক্ততমম্ভ ।

মোহাদজ্ঞানতো বা পঠতিমপঠতিং সাম্প্রতং তে স্তবহেস্মিন্

তত্সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বত্প্রসাদাত্ প্রসীদ ॥ ৮ ॥

প্রসীদ ভগবত্মম্ভ প্রসীদ ভক্তবত্সলে ।

প্রসাদং করু মে দেবি দুর্গে দেবিনিমোহস্তু তে ॥ ৯ ॥

॥ ইতি অপরাধক্షমাপণস্তোত্রং সমাপ্তম্ ॥